টুমরোজ ক্যারিয়ার স্ট্রিপ

ক্যারিয়ার বিড়ম্বনা

শুধুই ভর্তি হওয়া!

আমাদের দেশে আইটি সেক্টরে কয়েক বছর আগেও যে জোয়ার এসেছিল এখন তাতে বেশ ভাটা পড়েছে। আইটির এই জোয়ারে তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল আইটিকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেয়ার ক্রেজ। ট্রেনিং সেন্টারগুলো ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গল্পের মতো সুন্দর এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালেও বাস্তবে দেখা গেছে ঠিক তার উল্টো চিত্র।

আমরা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে ট্রেনিং সেন্টারগুলো সম্পর্কে যে তথ্যগুলো পেয়েছি সেটি যে রকম চাঞ্চল্যকর তেমনি ভয়াবহ। এই আইটি ট্রেনিং সেন্টারগুলো শুরুতে যতই সুন্দর কথা বলুক আর ভবিষ্যতের যতই স্বপ্নীল বিবরণ দিক না কেন দেশী বা বিদেশী কোনো সেন্টারেই অন্তত বাংলাদেশী ভিত্তিটা খুব একটা শক্ত নয়। তাদের মধ্যকার অব্যবস্থাপনাকেই সম্ভবত এ ব্যাপারে একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আর এই অব্যবস্থাপনা একজন ছাত্র ভর্তির শুরু থেকেই শুরু হয়ে যায়। আর শেষ হয় সম্ভবত ভর্তির সময় সোনার চাকরির যে কমিটমেন্ট তারা করেছিল তা ভঙ্গের মধ্য দিয়ে। দায়ী কি শুধুই এসব ট্রেনিং সেন্টার? সম্ভবত না! এজন্য দায়ী আসলে সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রায় প্রতিটি মানুষ।

একজন তরুণ যখন শুধুমাত্র আইটি ট্রেনিং ব্যাপারটি কী সেটা জানার জন্য এসব ট্রেনিং সেন্টারে যায় তখন তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, শুরুতেই একটি ফরম তাদের দ্বারা পূরণ করিয়ে নেবার মাধ্যমে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে ভড়কে দেয়া হয়। অতঃপর আগে থেকে শিখে রাখা কিছু টেকনিক্যাল টার্মসের গার্গল ভরা বুলি দিয়ে চলে এসব তরুণদের ব্রেইন ওয়াশ। এসব ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসারের মার্কেটিং এপ্রোচকে শুধুমাত্র টেম্পুর কন্ডাক্টরের 'একজন' একজনের সাথেই তুলনা করা যায়। ফলে অনেক তরুণরাই ধারণ করে বসে, এখনই ভর্তি না হলে হয়ত বিশাল কিছু

হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই তারা তাড়াহুড়ো করে কোনো যাচাইয়ের মধ্যে না গিয়েই ভর্তি হয়ে যায়। যদি তারা চোখ-কান খোলা রাখত তবে তারা কোনো রকম প্রশ্ন না করেই জানতে পারত, তাদেরকে ইনফরমেশন ডেস্কের দিকে যেতে দেখে বাইরে বসে থাকা কিছু ছাত্র সিনিয়র তাদেরকে ইতোমধ্যেই 'কুরবানীর ছাগল' হিসেবে চিহ্নিত করে মন্তব্য করছে। ভর্তির এ প্রক্রিয়ার মধ্যে অবশ্য অনেক ট্রেনিং সেন্টারই 'এপটিচুড টেস্ট' কিংবা 'আই কিউ টেস্ট' নামের একটা পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কোনো ছেলে তাতে ফেল করে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে নি, এ দেশের ট্রেনিং সেন্টারের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে এমন নজির নেই। কারণটা খুব সাধারণ। এসব ট্রেনিং সেন্টার এদেশে যা করছে সোজা কথায় তাকে বলে 'বিজনেস' অতএব একজন মূল্যবান 'ছাত্র' (নাকি কাস্টোমার) হারিয়ে তারা ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ হবে তা তারা কখনই করবে না। আবার অধিকাংশ ট্রেনিং সেন্টারই 'ক্যারিয়ার' গড়ে তোলার নাম করে কিছু প্রোগ্রামিং, কিছু ওয়েব ডিজাইনিং, কিছু নেটওয়ার্কিং এবং ডাটাবেজের যে জগাখিচুড়ি পড়াচ্ছে তাতে যেমন নেই কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড তেমনি যেসব ইন্সট্রাক্টর বা ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এখানে ট্রেনিং দিচ্ছে তাদের নেই কোনো যোগ্যতার সনদ। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ক্লাস নিতে এসেছে এমন একজন ইন্সট্রাক্টরকে মাত্র গত মাসেই ঐ ট্রেনিং সেন্টার ঐ বিষয়ের উপর ট্রেনিং করিয়ে এনেছে। অতএব, ঘটনা দাঁড়াচ্ছে শিক্ষকের জ্ঞান ছাত্রদের তুলনায় মাত্র কয়েকদিনের বেশি। আর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই যে স্ট্যান্ডার্ডের নিচে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কেননা, এসব ট্রেনিং সেন্টারের মূলত তারাই ভর্তি হয়, যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ডিগ্রী কলেজেও ভর্তি হতে পারে নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে ব্যতিক্রমকে কখনো নিয়ম হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

ফলে এসব ট্রেনিং সেন্টার থেকে যারা শুরুতে পাস করে বেরিয়েছিল তাদেরকে ট্রেনিং সেন্টারগুলো চাকরি দিতে পারলেও মূলত প্রায় অযোগ্য সেসব সার্টিফিকেটধারীদের বাস্তব কাজে নিজেদের অযোগ্যতা প্রকাশিত হবার কারণে এখন তার সেসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। আর ট্রেনিং সেন্টারগুলো প্রাথমিক কিছু ছাত্র পাঠিয়ে ঐসব প্রতিষ্ঠানের বিরাগভাজন হওয়ায় তারাও বাতিল করেছে ট্রেনিং সেন্টারের সাথে পূর্বের সেসব চুক্তি। ফলে কুফল ভোগ করছে বর্তমানের শিক্ষার্থীরা। আর সে কারণেই এখন অনেক ট্রেনিং সেন্টারই তাদের ছাত্র হারিয়েছে। আরো সোজা কথায় ব্যবসা হারিয়েছে। আর এ কথার সত্যতা অচিরেই দেখা যাবে— যখন বেশ কয়েকটি নামকরা ট্রেনিং সেন্টার তাদের কার্যক্রম বন্ধ করবে কিংবা দেশী সেসব প্রতিষ্ঠান তাদের ফ্রেঞ্জাইজ হিসেবে এনেছে তাদের হাত বদল হবে।

▮ মোঃ মারুফ হোসেন
career@maruf42.com